



47732 - হজ্জের মধ্য দোয়া করার জন্য নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম য়ে স্থানগুলোতে অবস্থান করছেন

প্রশ্ন

নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম দোয়া করার জন্য কোন স্থানগুলোতে অবস্থান করছিলেন?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

আমাদের মনে হচ্ছে প্রশ্নে দোয়ার স্থানসমূহ দ্বারা নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লামের হজ্জের মধ্য দোয়ার জন্য য়ে স্থানগুলোতে অবস্থান করছেন সটো বুঝিয়েছেন। আলমেগণ উল্লেখ করছেন য়ে, এ ধরণে অবস্থানস্থল ছয়টি।

ইবনুল কাইয়্যমে (রহঃ) বলেন:

তাঁর হজ্জ দোয়ার ছয়টি অবস্থানকে অন্তর্ভুক্ত করছে:

প্রথম স্থান: সাফা পাহাড়। দ্বিতীয় স্থান মারওয়া পাহাড়। তৃতীয় স্থান: আরাফার মাঠ। চতুর্থ স্থান: মুযদালিফাত। পঞ্চম স্থান: প্রথম জমরাত। ষষ্ঠ স্থান: দ্বিতীয় জমরাত। [যাদুল মাআ'দ (২/২৮৭, ২৮৮)]

স্থানগুলোর বসিতারতি বিবরণ:

১। সাফা-মারওয়া পাহাড়দ্বয়ের উপর দোয়া করা: তনিবার তাকবীর দোয়ার পর কবিলামুখী হয়ে দোয়া করবনে। এরপর সুন্নাহতে উদ্ধৃত যকিরিটি তনিবার বলবনে এবং যকিরিরে মাঝখানে দোয়া করবনে।

শাইখ মুহাম্মদ বনি সালহি উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

দোয়াতে হাত তোলার ন্যায় হাতদুটো তুলে তনিবার আল্লাহু আকবার বলবনে এবং হাদসি উদ্ধৃত যকিরি বলবনে। এর মধ্য রয়েছে এই যকিরিটি:

لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ، لَهُ الْمُلْكُ وَلَهُ الْحَمْدُ وَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ، لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ، أَنْجَزَ وَعَدَهُ، وَنَصَرَ عَبْدَهُ، وَهَزَمَ الْأَحْزَابَ وَحْدَهُ



(একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনোটো হক্ব ইলাহ নহে। তাঁর কোনোটো শরীক নহে। রাজত্ব তাঁরই, সমস্ত প্রশংসাও তাঁর। আর তিনি সকল কছির ওপর ক্বমতাবান। একমাত্র আল্লাহ ছাড়া কোনোটো হক্ব ইলাহ নহে। তিনি তাঁর ওয়াদা পূরণ করছেন, তাঁর বান্দাকো সাহায্য করছেন। আর তিনি সকল বরিওধী দল-গণেষ্টীকো একাই পরাস্ত করছেন।) এরপর যা ইচ্ছা দোয়া করবনে। এরপর যকিরিটি পুনরায় পড়বনে এবং তারপর যা ইচ্ছা দোয়া করবনে। এরপর যকিরিটি তৃতীয়বার পুনরায় পড়বনে এবং মারওয়ার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়ে যাবনে। [আল-শারহুল মুমতী (৭/২৬৮)]

দোয়া করতে হবে চক্করগুলোর শুরুতে; শেষে নয়। কারণ চক্করগুলোর শেষে মারওয়ার উপর কোন দোয়া নহে।

শাইখ মুহাম্মদ বনি সালহি উছাইমীন (রহঃ) বলেন:

অনুরূপভাবে এর মাধ্যমে আমরা জানতে পারি যে, সাফা-মারওয়ার ওপর দোয়া হবে চক্করগুলোর শুরুতে; চক্করগুলোর শেষে নয়। মারওয়া পাহাড়ের ওপর শেষে চক্করে দোয়া নহে। কেননা সটেসিঙ্গির সমাপ্তি। দোয়া করা হয় চক্করের সূচনাতো; যমেনভাবে তাওয়াফের চক্করের শুরুতে তাকবীর দোয়া হত। অতএব, যখন মারওয়া পাহাড়ের ওপর সাঈ শেষে করবে তখন (না দাঁড়িয়ে) চলে যাবনে। অনুরূপভাবে হাজারে আসওয়াদরে নকিটে তাওয়াফ শেষে করার পরও দাঁড়াবনে না; চলে যাবনে এবং চুমো খাওয়ার কথিবা স্পর্শ করার কথিবা ইশারা করার প্রয়োজন নহে। আমরা যে কারণটি দর্শালাম সটোর বপিক্ষে কোন আপততকিরী আপততকিরার আগে আমরা বলব যে, নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম এভাবেই করছেন। [আল-শারহুল মুমতী (৭/৩৫২)]

২। আরাফার দনি সূর্যাস্ত পরযন্ত দোয়া করা। হাজীসাহবেরে উচতি এই দনি বেশে বেশে দোয়া করা। যহেতে নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “সর্বোত্তম দোয়া হচ্ছ- আরাফার দনিরে দোয়া। আমি ও আমার পূর্ববর্তী নবীগণ সর্বোত্তম যে কথাটি বলছি সটেই হলো:

”لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَحْدَهُ لَا شَرِيكَ لَهُ“

[সুনানে তরিমযি (৩৫৮৫), আলবানী হাদসিটকি হাসান বলছেন]

৩। হাজীসাহবেরে জন্ম মুযদালফিতো ফজররে নামাযরে পরে খুব ফরসা হওয়া পরযন্ত দুই হাত তুলে কবিলামুখী হয়ে দোয়া করা সুননত। আল্লাহ তাআলা বলেন: “তোমরা আল-মাশআর আল-হারামরে কাছে আল্লাহকে স্মরণ কর” [সূরা বাক্বারা, আয়াত: ১৯৮]

৪। প্রথম জমরা (ছোট জমরা) ও দ্বিতীয় জমরা (মাঝারি জমরা)-র পর দোয়া করা। এ দোয়াটি হবে তাশরকিরে দনিগুলতো। বড় জমরার পর দোয়া করার বখান নহে; না ঈদরে দনি; আর না এরপররে দনিগুলতোও।



আল্লাহই সর্বজ্ঞ।